R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত ।
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১৯শে জুলাই, ২০০০ সাল ।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ থানায় বোমা বিস্ফোরণে এক মজুরের মৃত্যু, গুরুতর জখম এ এস আই

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ১৭ জুলাই দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানা বিল্ডিং-এর দোতলার মালখানায় দীর্ঘদিন থেকে মজুত থাকা ৪/৫টি বোমা বিস্ফোরণে মারা গেলেন এক দিনমজুর খিদিরপুরের কালু সেখ ও জখম হলেন মালবাবু এ এস আই শিবপদ দলুই। মালখানা ঘরের অল্পবিস্তর ক্ষতি হলেও বড় ধরনের বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেছেন থানার বহু কর্মী। হঠাৎ বিস্ফোরণে বিহ্বল ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জীসহ থানার কর্মীরা বহরমপুর থেকে দমকল আসার আগেই আগুন কোন মতে আয়ত্তে আনেন। মালখানায় জঞ্জাল সাফাই-এ ব্যস্ত কালু সেখের ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও সারা শরীর বীভৎসভাবে ঝলসে যায়। শিবপদবাবুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

দামোশ বিলকে জাতীয় জলাশয় ঘোষণার দাবী জানালেন সাগরদীঘির বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেড় হাজার একর এলাকা জুড়ে 'দামোশ বিল'কে জাতীয় জলাশয় হিসাবে ঘোষণা ও এখানে মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবী জানিয়েছেন এলাকার সিপিএম বিধায়ক পরেশ দাস। বিধানসভায় এ নিয়ে রাজ্য সরকারের পরিবেশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক প্রস্তাব পেশ ছাড়াও লোকসভায় স্থানীয় সাংসদ ও জেলা শাসককেও এই বিষয়ে তিনি দাবী জানিয়েছেন। বিলের ঠিক মাঝে উলাডাঙ্গা নামে একটি গ্রাম রয়েছে যেখানে দু' হাজার মত লোক বাস করে। এ ছাড়াও বিলের চারধারে প্রচুর গাছ রয়েছে। বর্ষায় নিয়মিত এই বিলে গঙ্গার জল ঢোকে। ফলে উৎকৃষ্ট জাতের মৎস্য চাষ এখানে করা সম্ভবপর হয়। স্থানীয় বিধায়ক এই বিলে বোটিংএর ব্যবস্থা, সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র ও মরসুমী পাখির সংগ্রহকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাবও রেখেছেন।

বিদ্যুৎকর্মীকে মারধোরের অভিযোগ এনে মির্জাপুরের ব্যবসায়ী বিজয় বাঘিরাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মির্জাপুরের অন্যতম রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান বাঘিরা ননী এন্ড সন্সের পরিচালক বিজয় বাঘিরাকে গত ১৩ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ নতুন ওসি দেখা করতে চান বলে তাঁকে বাড়ী থেকে থানায় নিয়ে এসে আটকে রাখে। তাঁর বিরুদ্ধে পরে ৩০৭ ধারায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয় ও ১৪ জুলাই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়। সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের আমগাছি এলাকার ট্রান্সফর্মারের ফিউজ ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎকর্মী সুরেশ সাউ ঐ এলাকার তেল ও ধানকলের মালিক জয়ন্ত বাঘিরার হাতে প্রহৃত হন। এ বিষয়ে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের ষ্টেশন সুপার মানস বাগচী (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ডাক্তার পুলিশ বচসা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ জুলাই বোমা বিস্ফোরণে আহত দু' জনের চিকিৎসা নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তারদের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি ধ্রুব ব্যানার্জীর বচসা বাধে। সে সময় এমারজেন্সি ডিউটিতে ছিলেন ডাঃ আবদুল লতিব। আহত দু'জনকে ভর্তি করা হয় ডাঃ ওবাইদুর রহমানের বেডে। পুলিশের অভিযোগ কলবুক করা সত্ত্বেও ডাঃ রহমান রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে অযথা বিলম্ব করে। সে সময় হাসপাতালে উপস্থিত নবাগত প্যাথোলজিষ্ট ডাঃ মজুমদার হাসপাতালের ডাক্তার নন বললে ওসি তাঁকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেন। এ ব্যাপারে ডাক্তাররা ১৮ জুলাই মহকুমা হাসপাতালে আসা সি এম ও এইচ ডাঃ দেবীশঙ্কর মিশ্রকে ডেপুটেশন দেন।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গ্রামে লুঠতরাজ গঙ্গায় ডুবে ১ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার অরঙ্গাবাদের ইমামবাজারে এক আমবাগানের দখলকে উদ্দেশ্য করে ঐ এলাকার মহালদার ও খোট্টা মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় ৩ জুলাই। জানা যায় সুতী থানার হোমগার্ড অমিয় দাসের চার ভায়ের মধ্যে এক আমবাগানের দখল নিয়ে গন্ডগোল অনেকদিনের। আমবাগান দখলে সম্প্রতি অমিয় দাস সিপিএমের স্থানীয় নেতা মঙ্গল সরকারের মদতপুষ্ট হারুণ মহালদারের গোষ্ঠীকে ঠিক করে। অন্যদিকে অমিয়র ভাই অজয় ঠিক করে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা সেখ নেজামুদ্দিনের ভাই ফেরামিন সেখের দলকে। ৬ জুলাই আমবাগান (শেষ পৃঃ)

বাজার হতে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

হিংসায় উন্মত্ত

ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্মরণীয়-বরণীয় চরিত্রপূত মেদিনীপুর জেলার অংশবিশেষে বেশ কিছুদিন হইতে রক্ত ঝরিতেছে; গৃহাদি ভস্মীভূত হইতেছে; মানুষের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হইতেছে; আইন-শৃঙ্খলা বিদূরিত হইতেছে; রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক আস্ফালন চরমে উঠিতেছে। হিংসার হানাহানির মূলে কোনও জাতিগত বৈষম্য নাই; কোনও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত নাই। আছে রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের অভীপ্সা এবং তাহার কারণে রক্তপাতের সুতীব্র মাদকতা, উদগ্র নেশা।

মেদিনীপুরের কেশপুর, গড়বেতা প্রভৃতি অঞ্চলসমূহের গ্রামগুলির মানুষ, হুগলীর আরমবাগকেন্দ্রিক গ্রামসকল, বাঁকুড়ার কিছু কিছু অঞ্চল, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের কোথাও চলিতেছে মারদাঙ্গা, খুনাখুনি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। মানুষ মরিতেছে; ঘর পুড়িতেছে; সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে; বিভিন্ন গ্রাম জনশূন্য হইতেছে।

বেশ কিছুদিন হইতে এই রাজ্যে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের লড়াই তুঙ্গে উঠিয়াছে। উভয় দলই সাধ্যমত শক্তি লইয়া লড়িতেছে। কেশপুর-গড়বেতা এলাকাগুলির মানুষ উভয় দলেরই, মরণপণ করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত। তৃণমূল সিপিএম-এর 'মৃত্যুঘন্টা' বাজাইতে বদ্ধপরিকর; আর সিপিএম সেই প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া শাসনক্ষমতা বজায় রাখিতে তৎপর। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের ডিজি স্বীকার করিয়াছেন যে, পুলিশ কেশপুরকে অদ্যাপি বিপন্মুক্ত করিতে পারে নাই। নয়াদিল্লীতে রাজ্যপালদের যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই রাজ্য রাজনৈতিক হিংসায় মত্ত হইয়াছে; পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নাকি রাজ্যপালের নিকট হইতে বিস্তারিত তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। আবার তৃণমূল নেত্রী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি কেশপুর-গড়বেতাকে উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণার দাবী জানাইয়াছেন। খবরে প্রকাশ, সিপিএম-এর পদস্থ দুইজন নেতা বলিয়াছেন যে, কেশপুরে একপক্ষের আঘাত অপরপক্ষ পাল্টা আঘাত দিয়া জবাব দিবে।

সুতরাং উভয়দলের যে শান্তি বৈঠক হয় বা হইবার প্রস্তাব উঠে, তাহা নিছক প্রহসনে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। যুযুধান উভয় দলই কোনওভাবে নিরস্ত্র হইবার নয়। অবিলম্বে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যেভাবে জেরবার হইতেছেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কী রাজ্য সরকার, কী কেন্দ্রীয় সরকার, আজ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি কোনও ভূমিকাই পালন করিবেন না? নাকি এইভাবে মৃত্যু, সম্পত্তিহানি নির্বাধ ঘটিয়াই যাইবে? এই রাজনৈতিক হিংসার আশু প্রতিকার অবশ্য প্রয়োজন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কংগ্রেসের চাপে কার্যবিবরণীর কপি দিল চেয়ারম্যান প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ১২ই জুলাই ২০০০ সংখ্যায় "কংগ্রেসের চাপে কার্য্যবিবরণীর কপি দিল চেয়ারম্যান" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ এর আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রথমতঃ পৌরসভার যে কোন ধরনের সভার আলোচ্যসূচীসহ নোটিশ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পিওন বহি মারফৎ পৌঁছে দেওয়া হয়। তাহাতে সকলের প্রাপ্তিস্বীকারের সহি থাকে এবং আছে। ফলে আলোচ্যসূচী ছাড়া সভা হয় সংবাদটি ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়তঃ পৌরসভার কার্য্যবিবরণী বহিতে উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর করার পরই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটাই সর্বকালের সকল সংস্থার নিয়ম। পরে যথানিয়মে আলোচ্যসূচী অনুসারে সভায় সিদ্ধান্ত কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়। পরবর্তী সভায় সেই সিদ্ধান্ত পঠিতও স্বীকৃত হয়। এটাই বিধি। এইভাবেই বিগত বৎসরগুলিতেও পৌরসভার কার্য্য পরিচালনা হয়েছে। আগামী দিনেও সেইভাবেই হবে। সুতরাং ৭ই জুলাই কারও চাপে আলোচ্যসূচীর কপি দেওয়া হয়েছে সংবাদটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

ভবদীয়—

১৪/৭/২০০০ মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি, জঙ্গিপুর পৌরসভা

প্রতিবেদকের বক্তব্য ঃ সংবাদে প্রকাশিত তথ্য পত্রিকাকে ১৪নং ওয়ার্ডের কমিশনার বিকাশ নন্দ জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বহু আগে থেকে এসইউসিআই, কংগ্রেস ও ফঃ ব্লকের প্রাক্তন কমিশনাররা একই ধরনের অভিযোগ করেছিলেন। আলোচ্যসূচী বা এজেণ্ডা নিয়ে সংবাদে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। প্রশ্ন ছিল সিদ্ধান্ত বা কার্য্যবিবরণী কপি নিয়ে। বর্তমানে এ বিষয়ে কংগ্রেসের দাবীতে কার্য্যবিবরণীর কপি দেওয়া হবে জানানোয় সংবাদে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

"২০০০ অভিযান বিজ্ঞান"

হরিলাল দাস

যাঁরা মনে করেন রাজ্য সরকারটা আমাদের, তাঁদের জন্যে এই লেখা; পড়ে দেখতে পারেন। আর যাঁরা মনে করেন রাজ্যটা তাঁদেরই মাত্র, তাঁরা চোখকান ঢেকে থাকুন।

সরকার যে উদ্যোগগুলো নেন, তার শুরুতে একটা ব্যাপক সমাজকল্যাণমুখী উদ্দেশ্য থাকে। এ বছরে যুবকল্যাণ বিভাগের নয়া উদ্যোগ—বিজ্ঞান অভিযান—২০০০। "বিজ্ঞান চর্চার প্রচার ঘটিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী যুবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে" এক অভিনব অভিযান।

গত দুই দশক এই যুব কল্যাণ দপ্তর বছরে একবার সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা কর্মসূচী চালিয়ে আসছেন। তাতে দেশে কোনও সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়নি, সংস্কৃতি মনস্কতা বাড়েনি; কেবল প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় বিস্তৃত হয়েছে গ্রামেগঞ্জে-শহরে। কিছু তো হয়েছে। আর পেয়িং পাবলিক এত অনুদার নয় যে প্রশ্ন তুলবেন—কত খরচ করে কী ফসল পেলাম। কৃতকর্মা কৃত্যকের নবীন কৃত্য এখন বিজ্ঞান অভিযান।

এ রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। তৃতীয় থেকে দশম মান বিজ্ঞান পড়া আবশ্যিক। বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকর্ষের চাহিদা সর্বজনীন। বিজ্ঞানে ভাল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজে সমীহ পান। এই তো সমাজের বিজ্ঞানমনস্কতা! তবে কেন বিজ্ঞান অভিযান? এ কী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা? তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থা আগে সংস্কার করা হোক, এবং অবিলম্বে। না সবটাই ট্রান্সমিশন লস?

অভিযানে কত সব প্রতিযোগিতা বিজ্ঞান বিষয়ে। কিন্তু এটা তো জানা কথা—'আদর্শ ছাত্র' বিষয়ে রচনা লিখে প্রথম স্থানিক হলেও আদর্শ ছাত্র হওয়া হয় না। যারা বিজ্ঞান ক্যুইজে, বিতর্কে-প্রবন্ধে-ছবিতে শীর্ষস্থান পাবে তারা সব বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবেই? পুরোনো ছকের এই অভিযান আসলে দায় সারা এক অপচয় কী না ভাবতে হবে।

যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাচ্ছে তাঁরা এই অভিনব কর্মসূচী, প্রচার পুস্তিকা পড়েও দেখেননি, বোঝা তো দূরের কথা। দপ্তরের কাজ (৩য় পৃষ্ঠায়)

ছাত্র-ছাত্রীর অশোভন আচরণ ও অভিভাবকদের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ জেরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর ডি, পি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র তন্ময় ঘোষ ও নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে স্কুলের একটি ফাঁকা ঘর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ হাতেনাতে ধরে ফেলে। উভয়ের অভিভাবককে স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। মেয়েটির বাবা স্কুল ছাড়িয়ে নেবেন ঠিক হয়। ছেলেটির ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় তন্ময়কে একাদশ শ্রেণীতে এই স্কুলে পড়ার সুযোগ না দেওয়া। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাবকদের কয়েকদফা সভা হয় স্কুলে এবং গ্রামে। শেষে ১০ জুলাই স্কুলে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের এক সভায় দোষী ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের লিখিত মুচলেকা নিয়ে এবারের মতো ক্ষমা বা ঘটনাটা এক রকম চাপা দেওয়া হয়। অন্যদিকে স্কুলে আসা যাওয়ার পথে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে টিটকারী বা ঐ ধরনের অসভ্যতা বন্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি ১০ জুলাই মির্জাপুর স্কুল চত্বর ঘুরে আসেন বলে জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের ক্যান্সার রোগীদের কাছে আশার খবর

ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ভাঁসি গাঁও, মুম্বাই শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রঘুনাথগঞ্জের প্রয়াত চিকিৎসক ডাঃ রাধানাথ সরকারের পুত্র নীহার সরকার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাঁসি গাঁও-এ নিজস্ব ব্যয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। সেখানে ক্যান্সারের চিকিৎসায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত রোগী পিছু দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করেছেন সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
'গুরুসদন', ২৬১, ভাঁসি গাঁও, মুম্বাই ৪০০৭০৩
ফোন ঃ (০২২) ৭৬৬৩১০৪/৭৮৯৫৫৩৩

মাধ্যমিকের অন্যান্য স্কুলের ফলাফল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্বে জঙ্গিপুর মহকুমার কিছু স্কুলের মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর প্রাপ্ত অন্যান্য স্কুলের ফলাফল প্রকাশ করা হ'লো। রঘুনাথগঞ্জ গার্লস ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৪২ ; ১ম বিভাগে ১৪টি ষ্টারসহ ৫৬, ২য় বিভাগে ৫৪ ও ৩য় বিভাগে ১৭, সর্বোচ্চ ভাস্বতী দাস (৭০৭)। জঙ্গিপুর গার্লস ঃ মোট পরীক্ষার্থী ৭০ ; ১ম বিভাগে ২টি ষ্টারসহ ১২, ২য় বিভাগে ১৮ ও ৩য় বিভাগে ৪, সর্বোচ্চ সঙ্গীতা দাস (৬৮০)। বাড়ালা রামদাস সেন ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৪৬ ; ১ম বিভাগে ২টি ষ্টারসহ ১৬, ২য় বিভাগে ৩১, ৩য় বিভাগে ৩৫, সর্বোচ্চ অরুপরতন চক্রবর্তী (৬৩০)। মির্জাপুর ডি, পি ঃ মোট পরীক্ষার্থী ৬৫ ; ১ম বিভাগে ১টি ষ্টারসহ ১৬, ২য় বিভাগে ৪৩, ৩য় বিভাগে ৪, সর্বোচ্চ সিলভী সাহা (৬০৫)। ফতুল্লাপুর শশীমণি উচ্চ বিদ্যালয় ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৮৬ ; ১ম বিভাগে ৬টি ষ্টারসহ ১৭, ২য় বিভাগে ৪৮, ৩য় বিভাগে ৪৩। শ্রীকান্তবাটী পি এস এস ঃ মোট পরীক্ষার্থী ৭৬ ; ১ম বিভাগ নাই, ২য় বিভাগে ১৪ ও ৩য় বিভাগে ১১ জন মিলে মোট ২৫ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য।

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬৬২২৮

বিজ্ঞান অভিযান ২০০০

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ ও ২ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে মহকুমা বিজ্ঞান অভিযান কর্মসূচী পালিত হলো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ অশোককুমার বসু। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ সামসুজ্জামান আহমেদ এবং দ্বিতীয় দিন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডাঃ অমিয় হাটী। অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুই দিনই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অভিযানের দুইদিন রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। তবে অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচার বা উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির দীনতা বড়ই দৃষ্টিকটু লেগেছে। বর্তমানে এ ধরনের সরকারী উদ্যোগে ও ব্যয়বহুল খরচে কোন অনুষ্ঠানের দায়সারা উদযাপন ও সমাপ্তি মহকুমায় ঘন ঘন উদযাপিত হলেও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধজনদের এ ব্যাপারে নির্লিপ্ততা সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বৃদ্ধি করছে।

বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার মনিগ্রামের মঙ্গলু সেখের স্ত্রী রিজি বিবি (৪০) গত ১ জুলাই সকাল ৯টা নাগাদ বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছেন। জানা যায় বিদ্যুৎ লাইন থেকে হুকের তার খুলতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য এক মহিলাও আহত হন।

২০০০ অভিযান বিজ্ঞান (২য় পৃষ্ঠার পর)

তো বরাদ্দ সরকারি টাকা খরচ করা। বিজ্ঞান অভিযানে তাঁদের কী তৎপরতা থাকবে, না থাকলেই বা কী হবে ?

বিজ্ঞান মঞ্চকে জুরে নিয়ে দপ্তর দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে বিজ্ঞান মঞ্চ সক্রিয় এবং আন্তরিক সেখানে কাজ হবে, যেখানে নয় সেখানে বিজ্ঞান পুজোর একটা জমকালো বা নম নম করে উৎসব হবে, বছরে একবার। ব্যস। এখানে বিজ্ঞান মঞ্চ আছে, অনেক দিন, কিন্তু তার অস্তিত্ব জানা যায় না। তাঁরা বিজ্ঞান সচেতন তো ? মঞ্চাধিপতি কী বলেন ? বিজ্ঞান মঞ্চের সবাই জানেন বিজ্ঞানবিরোধী কাজ ধূমপান। কিন্তু তাঁরা কী পালন করেন ? তাঁদের মাইক বাজিতে মানুষ কান দেবেন কেন ?

এখানে বেলপুজো হয়ে গেছে রমরমিয়ে। নানান পুজো-উরস-জলসা—সব একাকার চাঁদা দূষণে। বিজ্ঞান মঞ্চের কোনও ভূমিকা নেই। হোপাটাইটিস বি টীকা সকলের জন্যই দরকার কি না তার কোনও বিজ্ঞানমনস্ক আলোচনা করেছেন মঞ্চ ?

"মূল উদ্যোক্তা হিসাবে সব স্তরের বিজ্ঞান অভিযান পরিচালনার জন্য যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠান বর্ণময় এবং আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনে প্রস্তুতি কমিটি অন্যান্য সরকারি এবং বে-সরকারি অর্থ উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তই যথেষ্ট, সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হবে না" আরও মজা সরকার প্রদত্ত অর্থের হিসাব পরীক্ষা হবে। বে-সরকারি অর্থের ? বেশ। মধ্যসত্বভোগী সামন্তদের পুণ্যাহ উৎসব এবং নতজানু প্রজাদের বাধ্যতামূলক জয়ধ্বনি ? আমাদের গণতন্ত্রে এই নয়া জমিদারি কী মান্য ? বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞান হবেন না। জনপ্রিয় সরকারের প্লবতা এবং নয়া অভিযান ধারার গভীরতা বিচার করতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক, সচেতন সব মানুষকেই।

বিদ্যুৎকর্মীকে মারধোরের অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ১৪ জুলাই পত্রিকাকে জানান ঐ এলাকার ট্রান্সফর্মারের দুটি ফিডারের মধ্যে প্রথমটির সঙ্গে জয়ন্ত বাঘিরার মিল যুক্ত। ওখানে দ্বিতীয় ফিডারটি চালু করতে গেলে জয়ন্তবাবু এসে বিদ্যুৎকর্মী সুরেশকে অপমান করেন ও চড় ঘুষি মারেন। এবার কর্মীরা কল সেন্টার বন্ধ করে চলে আসেন। ঐ দিনই সহকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং এস এস যৌথভাবে থানায় এনিয়ে জয়ন্ত বাঘিড়ার নামে অভিযোগ করেন। এই ঘটনার সঙ্গে জয়ন্তর ভাই বিজয় বাঘিড়ার কোন সংযোগ ছিল না। এদিকে বিজয় বাঘিড়ার আইনজীবীরা তাঁদের মক্কেলকে পুলিশ অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছেন বলে ১৩ জুলাই এস ডি জে এমের আদালতে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের পরই রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ বিজয় বাঘিড়ার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎকর্মীকে খুনের চেষ্টাসহ অন্যান্য অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে কোর্টে হাজির করে। বিজয়বাবুকে কোর্টে পাঠানোর আগে ওসি অস্বাভাবিক মারধোর করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। শেষ খবরে জানা যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিজয় বাঘিড়াকে ১৭ জুলাই জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৮ জুলাই এস ডি জে এম বিজয়ের অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন বলে জানা যায়

রঘুনাথগঞ্জ থানায় বোমা বিস্ফোরণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

শরীরের সামনের অংশ পুড়ে যায়। হঠাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে এলাকায় বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক মানুষ থানায় ভীড় জমায়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ওসির গাড়ীতেই শিবপদবাবুকে ও ভ্যানরিক্সায় রক্তাক্ত কালুকে চাদর ঢাকা দিয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতাল ও সেখান থেকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। কালু সেখ পরদিন ১৮ জুলাই দুপুরে মারা যান। শিবপদবাবুকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। থানার দোতলায় পুলিশের ব্যারাকের কাছে কিভাবে তাজা বোমা রাখা হলো, কেইবা রাখলো সে ব্যাপারে ওসি ধ্রুবজ্যোতিবাবু ও এসডিপিও বিশ্বরূপবাবু সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন বলে জানান। এ ব্যাপারে এসডিপিওকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—গত ৪/৫ বছরের মধ্যে যত বোমা উদ্ধার হয়েছে তা থানা কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে ফেলেছে বা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে বলে আমি জানি। তবে এ বোমা প্রায় ১০ বছর আগের বলে তিনি মনে করেন। বিশ্বরূপবাবুর মতে প্রত্যেক বছর বর্ষার মুখে কাজকর্ম হালকা থাকার সময় অডিটের স্বার্থে মালখানার জিনিষপত্র মিলিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া কেস ট্রায়ালে উঠলে তবেই সীজ করা মাল বার করা হয়। সেইভাবেই ইন্সপেকশনের আগে মালখানার জঞ্জাল পরিষ্কার করে টোকেন লাগানো মালপত্র মেলাতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। থানায় আগুন নেভানোর জন্য কোন ফায়ার এক্সটিংগুইজারের ব্যবস্থা না থাকার ব্যাপারে এসডিপিওর বক্তব্য ছোটখাটো গ্যাস সিলিন্ডারে এই আগুন নেভানো যেত না। মৃত কালুর ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেবে বলে জানা যায়।

পদ্মায় ডুবে ১ জনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

দখলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চরম গণ্ডগোল গ্রাম্য বিবাদে রূপ নেয়। উভয়ের প্রচুর বাড়ী ভাঙচুর ও লুঠ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই গোষ্ঠীর প্রায় ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে আনে। 'পুলিশ সেদিন অনেক নিরপরাধ গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের মারের ভয়ে ঐ গ্রামের এনামুল সেখ পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়' বলে সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব অভিযোগ করেন। ৯ জুলাইও একইভাবে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১০ জুলাই সব দলের জোটবদ্ধ আন্দোলনে সুতী থানা ঘেরাও হয়। জঙ্গিপুরের সাংসদ, সুতী ও অরঙ্গাবাদের বিধায়ক এতে সামিল হন। পরবর্তীতে গ্রামে শান্তি আনতে দুই গোষ্ঠীর ১১ জনকে নিয়ে ৫/৬ জনের দুটি শান্তি কমিটি তৈরী হয় গ্রামে। ঐ কমিটির তৎপরতায় লুট হওয়া প্রায় তিন লরি মাল উদ্ধার হয়। জঙ্গিপুরের এসডিপিও জানান—রাজনৈতিক মদতে মহালদার ও খোট্টা গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই অনেক দিনের। এখানে আমবাগানটা একটা উপলক্ষ। আর এনামুলের মৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনার কোন যোগ নেই। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✕ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।